দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 08 SEP 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

শুধু অক্ষরজ্ঞান নয় চাই প্রকৃত শিক্ষা

মডেল: শ্রাবন্তী

ঢাকার মোহাম্মদপুরের টাউন হল সংলগ্ন পান, বিড়ি বিক্রেতা, ফরিদপুরের মেয়ে নূরজাহান জানায়, বাপ-মা গরীব আছিল লেখাপড়া করায় নাই। অল্প বয়সে বিয়ে দেয়াকে তারা একমাত্র দায়িত্ব মনে করত। স্বামীর ঘরে এসে দেখি এরাও নিরক্ষর। ডিম-মুরগির ব্যবসা করত। শুধু লস আর লস। সবাই ঠকায়। সংসার অচল হয়ে পড়েছিল। উপায় না দেখে হিসাব নিকাশ শিখাতে স্বামীকে গণশিক্ষার স্কুলে ভর্তি করি। স্বামীর লেখাপড়া শেখায় অনাগ্রহ দেখে নিজেই লেখাপড়া শিখি, শিখি হিসাব নিকাশ। ঢাকায় এসে দোকান দেই। লেখাপড়া জানায় সাহস করতে পারছি, পারছি নারী হয়েও ব্যবসা চালাতে, সংসারের ব্যয়ের বোঝা বহন করতে।

উপায় না দেখে হিসাব নিকাশ শিখাতে স্বামীকে গণশিক্ষার স্কুলে ভর্তি করি। স্বামীর লেখাপড়া শেখায় অনাগ্রহ দেখে নিজেই লেখাপড়া শিখি, শিখি হিসাব নিকাশ। ঢাকায় এসে দোকান দেই। লেখাপড়া জানায় সাহস করতে পারছি, পারছি নারী হয়েও ব্যবসা চালাতে, সংসারের ব্যয়ের বোঝা বহন করতে।

'আমার মা অষ্টম শ্রেণী পাস ছিলেন, কিন্তু তিনি মেধা মননে ছিলেন মাষ্টার্স পাস সমতুল্য। তিনিই আমাদের এগারো ভাই-বোনের পড়ালেখার দায়িত্ব নিয়েছিলেন এসএসসি পর্যন্ত। বলতে দ্বিধা নেই, ব্যাংকে চাকরিরত বাবার মোটেই সময় ছিল না সন্তানদের হাতেকলমে শিক্ষা দেবার। তাই একপ্রকার বাধ্য হয়ে মা তার শিক্ষার স্বল্প পুঁজি সম্বল করে সন্তানদের জ্ঞান সাধনায় আত্মনিয়োগ করলেন। মায়ের একাগ্র প্রচেষ্টা বিফল হয়নি। আর সে কারণেই আমরা এগারো ভাই-বোন সবাই আজ স্ব-স্ব পরিচয়ে পরিচিত।' কথাগুলো বলছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী রিজিয়া জাফর।

তিনি আরো জানান, একজন শিক্ষিত মা মানেই গোটা পরিবার শিক্ষিত। শুধু কি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, সৎ আচরণ, ধৈর্যসহ কতকি জ্ঞানে মাধুর্যমন্ডিত হয় গোটা পরিবার, বিশেষ করে সন্তানেরা। আমার বাবা গ্রামের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু তিনি নারী শিক্ষার ব্যাপারে ছিলেন উদাসীন। এমনকি স্ত্রী হিসাবে যাকে ঘরে তুললেন তিনি, মানে আমার মা ধনী ঘরের মেয়ে হলেও তার জ্ঞান ভান্ডার ছিল শূন্যের কোটায়। বাবা, কন্যা সন্তানদেরও আক্ষরিক অর্থে শিক্ষিত করার পক্ষপাতী ছিলেন না কখনই। তবে কন্যাদের স্বামীরা জজ, ব্যারিস্টার, ডাক্তার হবেন এ পরিকল্পনায় ছিলেন অনড়। আর তাই গরীব ঘরের মেধাবী ছাত্রদের নিজ খরচে পড়ালেখা শিখিয়ে যথোপযুক্ত করে কন্যা দান করতেন। সাবেক এক রাষ্ট্রদূতের স্ত্রী মমতা (ছদ্মনাম) দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বলেন, বাবার যে বোঝার ভুল ছিল তিনি তা বৃদ্ধ বয়সে মেয়েদের দাম্পত্যজীবন খুব কাছ থেকে দেখে মর্মে মর্মে বুঝে নিয়েছিলেন। যখন পিতা-

আজ সাক্ষরতা দিবস

কন্যার কারোরই কিছু করার ছিল না।

আসলে একজন শিক্ষিত আর অশিক্ষিতের মধ্যে বক্তৃত্বই যখন টিকিয়ে রাখা অসম্ভব, তখন সুখময় দীর্ঘ দাম্পত্য জীবন আশা করাটাও এক ধরনের বোকামি, বলছিলেন একটি সরকারি কলেজের অধ্যাপিকা নুসরত জাহান। তিনি কথা প্রসঙ্গে আরো জানান, অনেকেই আছে অক্ষরজ্ঞানে শিক্ষিত হলেও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় অনেক পিছিয়ে। এর জন্য তাকে ঘরে বাইরে সর্বত্র নিগৃহীত হতে হয়। এমনকি স্বামী সন্তানের কাছে যথাযথ মূল্যায়ন পায় না।

ঢাকার এক স্বনামধন্য ডাক্তারের স্ত্রী জাহানারা, (ছদ্ম নাম) এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে দু'চোখের কান্না আর ধরে রাখতে পারছিলেন না। চোখ মুছতে মুছতে বলছিলেন, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় পিছিয়ে পড়া এই আমি, প্রতিষ্ঠিত মেধাবী মানুষটির যখন সংস্পর্শে আসি তখন মনে হয়েছিল স্বর্গ হাতের মুঠোয় এসেছে।

কিন্তু সময়ের ব্যবধানে বুঝতে বাকি রইল না ভালোবাসা, সুখ, মেধাকে আওতাবন্দী করতে পারে একমাত্র শিক্ষা ও মেধার সমন্বয়ে গুণী জনেরাই। যা আমার মাঝে পায়নি বলে স্বামী অন্যত্র বিয়ে করেছে, আমি হয়েছি পরিত্যক্ত আবর্জনা স্বরূপ।

এই মুহূর্তে নেপোলিয়ানের বিশ্বখ্যাত সেই উদ্ধৃতি মনে পড়ছে 'আমাকে একটি শিক্ষিত মা দাও আমি তোমাদের একটি শিক্ষিত জাতি উপহার দিব।' প্রকৃত শিক্ষার আলোকে নারী আলোকিত হবে, গড়ে নিবে নিজের অবস্থান। এই হোক দিবসটির অঙ্গিকার।

❑ খন্দকার মর্জিনা সাঈদ